গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয় ও গাংনী পৌর সভার ৩০ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়া আদায় করতে প্রতিনিয়ত নাজেহাল হচ্ছেন গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ।

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য বারবার মৌখিক ও লিখিত ভাবে তাগাদা দিলেও বিল দিতে গড়িমসি করছেন বিল খেলাপি দুটি কার্যালয়। অথচ একজন ব্যক্তি মালিকানা পরপর দুই বা তিন মাসের বিল খেলাপি হলেই তার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় পিবিএস।

নিয়ম অনুযায়ী সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশন সমুহের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা না হলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়।

যা বিভিন্ন গণ মাধ্যম সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হলেও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও গাংনী পৌর সভায় প্রায় ৩০ লাখ টাকা বকেয়া মাথায় নিয়েও চালানো হচ্ছে বিদ্যুৎ। এদিকে মেপবিস এর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপে দিশে হারা হয়ে পড়েছেন ডিজিএম।

গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সুত্রে জানাগেছে, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসের নামে মেইন মিটার যার হিসাব নং-১৩৬/৪৪১০, ৫/৯৮ হতে বিভিন্ন সালের ১১/১৯ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ১৩ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৬ টাকা। (অফিস ভবন) হিসাব নং-১৩৬/৬৮৩০, বকেয়ার মাস ১১/১৮ হতে ১১/১৯ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫ টাকা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (আবাসিক ভবন) হিসাব নং-১৩৬/১৪৫০, বকেয়ার মাস ১/১০, ১/১৩+৯/১৩, ১+৫+১১/১৪, ৬/১৫, বকেয়া টাকার পরিমাণ ৫৩ হাজার ৩০৮ টাকা। উপজেলা নির্বাহী অফিসের (পানির পাম্প) হিসাব নং-৬৮৪০, বকেয়ার মাস- ২+৫/১৬, ৫/১৮, ১১/১৯ টাকার পরিমাণ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাসের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্বে ব্যাবহৃত মোট বকেয়ার পরিমাণ ১৫ লাখ

৬৩ হাজার ৬৭৮ টাকা।

অপরদিকে গাংনী পৌর সভার এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল বকেয়া আছে ১৫ লাখ ৭৯ হাজার ৬৫১ টাকা।

সুত্রে আরো জানায়, মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নির্দারিত দর অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ মউন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় করে খুচরা পর্যায়ে বিক্রয় করে থাকে। অত্র পবিসকে প্রতি মাসেই ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য নগদে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়কৃত অর্থ পাওয়া না গেলে অর্থ ব্যাবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিল সরকারি দাবি বা সরকারি রাজস্ব হিসাবে পাবলিক ডিমান্ড রিকোভারি এক্ট অব ১৯১৩ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হলেও গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

এব্যাপারে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের দায়িত্বরত ডিজিএম নিরাপদ দাস জানান, বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষে মৌখিক ভাবে বার বার তাগাদাসহ অনুরোধ করা হলেও বকেয়া পরিশোধের কোন উদ্যোগ নিচ্ছেননা উপজেলা নিবাহী অফিসার। তার পরেও বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য একাধিকবার লিখিত ভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

গাংনী পৌর সভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন আমার সময়ে এক মাসের বিল বকেয়া নেই। বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় ৫ বছর বিল না দিয়ে বকেয়া করে গেছেন। যা এখন আমার ঘাড়ে বকেয়া বিলের দায় চেপে বসেছে। তবে আস্তে আস্তে বকেয়া বিল দেয়া হচ্ছে। আশাকরি খুব শিঘ্রই সমন্বয় হয়ে যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও দিলারা রহমান জানান, আমার পরিষদের টাকা বকেয়া নেই। বকেয়া আছে উপজেলা পরিষদের। আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহদ্বয়কে বলেছি বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য। সরকারি বরাদ্দে বিদ্যুৎ বিল আলাদা ভাবে বরাদ্দ না থাকায় বিল পরিশোধ করা যাচ্ছেনা। তবে খুব শিঘ্রই বকেয়া বিল পরিশোধ করা হবে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম.এ খালেক জানান, আমি আমার পরিষদের কোন বকেয়া নেই। আমি নির্বাচিত হয়ে এ পর্যন্ত এক মাসেরও বিল বকেয়া নেই। বিগত চেয়ারম্যান আমলে বকেয়া থাকতে পারে।

মেপ্র/এমইএম

আরো পড়ুন: মোবাইল ছেড়ে পড়া লেখায় মন দাও মানুষের মতো মানুষ হও

দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে মেহেরপুরের ইটভাটা গুলোতে

শীত মৌসুমেই ইটভাটা গুলোতে দেওয়া হয় আগুন। মেহেরপুরেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। জেলায় শতাধিক ইটভাটা গুলোতে জ্বলছে দাওদাও করে আগুন। আর এই আগুন জ্বালাতে ব্যবহার হচ্ছে কাঠ।

প্রতি বছরেই লক্ষ লক্ষ মন কাঠ পুড়ে ছাই হচ্ছে ভাটার আগুনে। ইট ভাটা গুলোতে কয়লা ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও মানা হচ্ছে না। অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ।

জেলায় জিকজাক ভাটাগুলোর মধ্যে ২টির পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও নবায়ন হয়েছে একটির। বাকিগুলোর আছে শুধু ট্রেড লাইসেন্স, নেই পরিবেশগত ছাড়পত্র।

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইনে (১৯৮৯ ও ২০০১) উল্লেখ আছে, আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরি করা যাবে না ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবে না।

এসকল ভাটায় প্রতি মৌসুমে গড়ে ৯০ লাখ মন কাঠ পোড়ানো হয়। এসব জ্বালানী কাঠ আসে সংরক্ষিত বা গৃস্থালীর বাগান থেকে। এইভাবে কাঠ পোড়ানো থামানো না যায় তবে একদিকে যেমন জ্বালানী কাঠের সংকট দেখা দিবে অন্য দিকে কালো ধোয়ায় পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

আবাসিক এলাকার সাথেই এসকল ইটভাটা স্থাপন করাই পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি।

জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় ব্যারেল চিমনি দিয়ে ইটভাটা চালু করতে না পারলেও ফিক্সড চিমনীর ইট ভাটায় অবাধে পুড়ছে কাঠ। সেই সাথে

কাঁদামাটিতে পিচ রাস্তাগুলোও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ভাটা মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, এ বছরে হিসেবে ৫০টির মতো ইটভাটা চালু রয়েছে। কোন ভাটারই পরিবেশগত কোন ছাড়পত্র নেই।

বুড়িপোতা ইউপি সদস্য ওয়াসিম আলী বলেন, একটি ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়-দুই ফিট মাটি কেটে ইট তৈরির জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। এতে ফসলী জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়।

এছাড়াও ভৈরবের মাটি অনেক অসাধু লোক রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে ভাটায় ব্যবহার করছে।

তেরোঘরিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদ বলেন, আমাদের গ্রামের রাস্তার পাশে পুকুর করে দেওয়ার কথা বলে স্কেবেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে অনেক সময় পাশের জমির অংশও ভেঙ্গে পড়েছে ফলে সেই জমির মালিক ও পুকুর করে মাটি দিতে বাধ্য হয়।

আবার ট্রাক্টর ট্রলিতে মাটি বহন করে ভাটায় নিয়ে আসার সময় রাস্তায় মাটি পড়ে সাধারণ মানুষ দূর্ভোগের মধ্যে পড়ে। একটু ভারি কুয়াশা বা হাল্কা বৃষ্টিতে পাকা সড়কগুলো মরণ ফাদে পরিনত হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক দেলোয়ার রহমান বলেন, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়।

জেলা ভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনামূল হক জানান, কোনো কোনো ভাটা মালিকরা কাঠ পোড়ায় কাঠের সহজ প্রাপ্যতায়। এবার কয়লা দিয়েও ইট পোড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া কয়লা ব্যবহারের কারিগরের অভাব অন্যতম।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া উপপরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলায় দুইটা জিকজাক ভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও হালনাগাদ আছে একটির। বর্তমানে ১২০ ফিট চিমনিরও কোন অনুমোদন নেই। তবে কোন ভাটাতেই কাঠপোড়াতে দিবো না,খুব শিঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, জেলা প্রশাসকের

নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত ৪২ টি ব্যারেল চিমনীর ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছি। ইটভাটায় কাঠের ব্যবহারের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এ ব্যপারে জেলা প্রশাসকের নিদের্শে আমরা পদক্ষেপ নিবো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আপনারা জানেন ইতোমধ্যে যেগুলো ব্যারেল চিমনির প্রস্তুতি নিয়েছিলো সেগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব ইটভাটায় কাঠ ব্যবহার করছে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মেপ্র/ইএম

দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট (ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট) বিতরণ শুরু হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের (ডিআইপি) মহাপরিচালক (ডিআইজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ আজ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ উদ্বোধন করতে কাজ করছি।

আগামী ২২ জানুয়ারি এ বিষয়ে নগরীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি আশা করছেন।

ডিআইজি বলেন, ডিআইপি প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ি এবং উত্তরা পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সবর্ত্র ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে।

তিনি বলেন, বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস দেশে ই-পাসপোর্ট ও ই-গেট নিয়ে কাজ করছে।

তিনি আরো জানান, ই-পাসপোর্টের সূচনা দিয়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেন (আইসিএও)’র মতে বিশ্বের একশ’টিরও বেশি দেশ বর্তমানে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। পাসপোর্ট বুকলেটে একটি ইলেক্ট্রনিক চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে চিরাচরিত ননইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক পাস পোর্ট অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এতে পাসপোর্টের দুটি পেজে দৃশ্যমান বায়োগ্রাফিকেল তথ্য ভাণ্ডার ও একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা ফিচার থাকে। ডিজিটাল ফিচার হচ্ছে কোন দেশের সুনিদিষ্ট ডিজিটাল স্বাক্ষর। এই ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলো

প্রতিটি দেশে একক এবং স্ব স্ব সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এটি যাচাই করা যাবে।

প্রকল্প তথ্য অনুযায়ী, “বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু এবং অটোমেটিক বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট” প্রজেক্টটি ৪,৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের নিজস্ব তহবিলে ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন পযর্ন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

দশ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাস পোর্ট সরবরাহ করা হবে। এই ই-পাসপোর্ট ইস্যু করার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতার সমস্ত প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে।

তথ্যসূত্র মতে, দুই মিলিয়ন পাস পোর্ট তৈরি হবে জামার্নিতে। ফলে যারা আগে আবেদন করবেন, তারা জামার্নীর তৈরি পাস পোর্ট পাবেন। ই-পাস পোর্টের মেয়াদ হবে ৫ থেকে ১০ বছর।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের জন্য ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই ডিআইপি এবং ভেরিডসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

পাওয়া যাচ্ছে ভিভো এসওয়ান প্রো

ভারতে ভিভো তাদের মিড রেঞ্জ ফোন Vivo S1 Pro ফোনটি ভারতে লঞ্চ করেছে এই ফোনে আছে স্ন্যাপড্র্যাগন 665 SoC। আর এই ফোনটি শাওমি Mi A3, Oppo A9 2020 র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। আর এই ফোনে আছে 6.38 ইঞ্চির ডিসপ্লে আর সঙ্গে আছে ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার। আর এই ফোনটি আপনারা মিস্টিক ব্ল্যাক, জেজি ব্লু আর ড্রিমি হোয়াইট কালার অপশানে পাবেন।

VIVO S1 PRO ফোনের স্পেক্স আর ফিচার্স

Vivo S1 Pro ফোনের ফিচার যদি আমরা দেখি তবে দেখা যাবে যে এই ফোনে আছে 6.38 ইঞ্চির সুপার AMOLED ডিসপ্লে আর এটি ফুল HD+ রেজিলিউশানের ফণ। আর এই ফোনে আপনারা পাবেন কোয়াল্কম স্ন্যাপড্র্যাগন 665 SoC। ফোনে আছে 8GB র্যাম আর এর সঙ্গে আছে 128GB র ইন্টারনাল স্টোরেজ। আর এইফোনে আপনারা পাবেন ফানটাচ OS 9.2। আর এই ফোনে আছে অ্যান্ড্রয়েড 9 নির্ভর 4500mAh য়ের ব্যাটারি। আর এই ফোনটিতে আপনারা 18W ডুয়াল ইঞ্জিন ফাস্ট চার্জ প্রযুক্তি পাবেন। এটি USB Type C পোর্টের সঙ্গে এসেছে।

আর এর সঙ্গে Vivo S1 Pro ফোনে আছে 48MP র মেন সেন্সার আর এই সঙ্গে ফোনে পাবেন 8Mp র ক্যামেরা আর 2MP র দুটি ক্যামেরা। আর এই ফোনের ফ্রন্টে পাবেন 32MP র ফ্রন্ট ক্যামেরা।

VIVO S1 PRO ফোনটা পাওয়া যাচ্ছে
Vivo S1 Pro ফোনটি একটি ভেরিয়েন্টে এসেছে এই ফোনে 8GB র্যামের সঙ্গে 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। এর দাম 19,990 টাকা। আর এই ফোনটি তিনটি রঙে পাওয়া যাবে। আর এই ফোনটি 4 জানুয়ারি থেকে ভিভো ইন্ডিয়ার ই স্টোর, অ্যামাজন ইন্ডিয়া, ফ্লিপকার্ট অন্য অন্য ইকমার্স স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন সীমান্ত (পর্ব-১)

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রাম মাদক ব্যবসার নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তেঁতুলবাড়িয়া, খাস মহল, রংমহল, সহড়াতলা, কল্যানপুর, নওদাপাড়া, পলাশীপাড়া, মথুরাপুর, করমদি গ্রামের বেশ কিছু পরিবারের সদস্যরা জড়িয়ে পড়েছে মাদক ব্যবসার সাথে। গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ভারত থেকে এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

নির্ভরযোগ্য একটি সুত্র থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট কমিশন দিয়ে ভারত থেকে মাদক দ্রব্য আনা হয়। প্রতি ১০০ বোতল ফেন্সিডিল আনতে কমিশন হিসেবে দিতে হয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের

কাছে থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নিয়ে ম্যানেজ করা হয় কিছু প্রশাসনের লোকদের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে লাইনম্যান বাদশা ও তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত আকেববার আলীর ছেলে এলাকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা মোখলেছুর রহমান মোখলেছ ঐ এলাকার মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবেও পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে মোখলেছ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে সেটা সঠিক না।

এছাড়াও এক বা একাধিক মাদক মামলার পলাতক আসামী এখনো চুটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, করমদি গ্রামের আফেল উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল হান্নান। যার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা ও তিনটি মাদক মামলা রয়েছে। পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহড়াতলার হারুন-অর-রশিদ এর ছেলে মাদান। ২০১৬ সালে ১১২ পিচ ভারতীয় শাড়ি সহ মাদান আটক হয়। শাড়ী চোরাচালান এর দায়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে বাদশা। সে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে। ২০১২ সালে ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ পুলিশের হাতে ধরা খায়। এরপর জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় মাদক ব্যবসার মুল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

কল্যানপুর গ্রামের সামসুল এর ছেলে শরিফুল। যার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ৫৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক হয়। একই সাথে নজরুল এর ছেলে রুবেলও আটক হয়।

নওদাপাড়ার মেহের শেখ এর হামিদুল। ২০১২ সালের মারামারি মামলার আসামী। এখন সে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী।

মথুরাপুরের রবিউল এর ছেলে রজব। এবছর মার্চ মাসের ৭ তারিখে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২ টি মাদক মামলা আছে।

মৃত ওয়াজিল শেখ এর ছেলে কালু। তার বিরুদ্ধে ২ টি মাদক মামলা আছে। পলাশীপাড়ার গোলাম রসুল ওরফে ফড়ুর ছেলে সেলিম। ২০১০ সালে স্বর্ন চুরি মামলায় আটক হয়।নখাসমহলের মৃত চাঁন্দর ছেলে মফিজ। তার বিরুদ্ধে ৩টি মাদক সহ গাংনী থানায় ৪টি মামলা আছে।

এছাড়াও সহড়াতলার আতর আলীর ছেলে আসাদুল, মথুরাপুরের মৃত ইব্রাহীম এর ছেলে সাইদ, মৃত কামাল খাঁ এর ছেলে আশরাফ, তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের জানালির ছেলে মোসা, মনিরুল ফকির এর স্ত্রী রাহিমা, সামেক উদ্দিন এর ছেলে রহিম।

বেশ কিছু চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী প্রশাসনকে ম্যানেজ করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে হারান শেখ এর ছেলে লোকমান। চলতি বছর জুলাই মাসে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক মামলা আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ব্যাক্তি জানান, এলাকার প্রভাবশালী নেতা মখলেছ ও লাইনম্যান বাদশার নেতৃত্বে চলছে মাদক ব্যাবসা। প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সরাসরি ভারত থেকে মাদক নিয়ে আসছে। রাতে ভারত থেকে কাঁটাতারের বেড়া পার করে সকালের ভিতর বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। বড় বড় চালান আসলে সেগুলো বিভিন্ন যান বাহনে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ি ২০১৯ সালের শুধু ডিসেম্বর মাসেই ১৬ জন মাদক ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যসহ আটক করা হয়েছে। সেই সাথে মাদক সেবনের অপরাধে ২ জনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

এরপরও কিন্তু থেমে যায়নি মাদক ব্যবসা। মামলায় আটক করা হলেও আদালত থেকে েজিান মুক্ত হয়ে যায় আসামীরা। ফিরে এসে আবার শুরু মাদক ব্যবসা। কেনইবা থামানো যাচ্ছে না মাদক ব্যবসাকে, দুর্বলতা কোথায়, এ ব্যর্থতার দায় কি শুধু প্রশাসনের নাকি অন্য কারও, এমন প্রশ্ন এলাকার সচেতন মহলের?

সহড়াতলা বিজিবি ক্যাস্প কমান্ডার খায়রুজ্জামান বলেন, আমি সবে মাত্র এখানে যোগদান করেছি। তারপরও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রেখেছি। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মাদক দ্রব্য আটক

করেছি। যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকেও আটক করে আইনের আওতায় হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, মাদক এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। যারা এর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মাদক নির্মুলে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে গাংনী থানা পুলিশ এবং সে মোতাবেক আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি রবিউল ইসলাম জানান, আমরা মাদক মুক্ত মেহেরপুর গড়তে বদ্ধ পরিকর। আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইতি মধ্যে মাদক সম্রাটদের আটক করে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

- বিশেষ প্রতিনিধি

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি ৩৩ জাত নিয়ে আশাবাদ বিশেষজ্ঞদের

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনাপরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি) প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তবে এ মৌসুমে গমে শীষ বের না হওয়ায় এখনো এখনো রোগের সংক্রমণ বোঝা যায়নি। এ রোগের কারণে গমের ফলন বিপর্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলন একেবারেই কমে যায়।

মেহেরপুরসহ দেশের ৬টি জেলায় গত চার বছর ধরে এ রোগটি দেখা দিয়েছে। পরপর দুই বছর এ রোগের সংক্রমন থেকে মুক্তিপেতে সরকারি ভাবে গম চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তারপরও কিছু চাষী গম চাষ করায় ব্লাষ্ট রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্লাষ্ট রোগটি

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

এসব গবেষণার নেতৃত্ব দেন উদ্ভিদ রোগতত্ব গবেষক প্রফেসর ড. বাহাদুর মিয়া, প্রফেসর ড. তোফাজ্জেল হোসেন, প্রফেসর ড. আলী হোসেন, ড. নরেশ দেব বর্মা, ড. পরিতোষ মালাকার।

এছাড়াও ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটি ফেলো প্রফেসর ড. নিকোলাস ট্যালবোট, প্রফেসর ড. সোফিয়ান কামাউন, ড. মোরিশিও, ড. পবন সিং, ড. টি পি তেওয়ারি নানাভাবে এসব গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এ গবেষনা দলকে সহায়তা করছেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কিটতত্ত্ববিদ ড. আখতারুজ্জামান।

একটি টিম চলতি বছরও মেহেরপুর সদর উপজেলার ২টি এবং গাংনী উপজেলায় ১টি স্থানে গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

চাষীদের কথা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুল পুর গ্রামের গম চাষী মসলেম উদ্দিন জানান, গম চাষ না করলে খাবার সংকটে পড়তে হয়। সে কারণে গম চাষ করতেই হয়। গম চাষ বন্ধ না করে কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সরকারকে জোর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৭ সালে ব্লাস্ট রোগের কারনে গমে কোন ফলন হয নি। ২০১৮ সালেও কিছুটা আক্রান্ত হয়। এবছরও গমে চাষ করেছি । এখনো বলা যাচ্ছেনা কি হবে।

ঝাউবাড়িয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল কাদির জানান, গমে ব্লাস্ট রোগের কারণে গত বছর অর্ধেক ফলন হয়েছে। এবার প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গমের চাষ করা হয়েছে। গমের চাষ না করলে আমাদের মত চাষীদের বাজার থেকে গম কিনে সংসার চালানো সম্ভব না। দ্রুত এর সমাধান বের করতে হবে।

কৃষি কর্মকর্তার কথা:

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান জানান, গবেষণা একটা চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে বছরব্যাপী গমের ব্লাস্ট বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রীণ হাউজ ফ্যাসিলিটিজ না থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করবার জন্যে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করতে হয়।

তিনি জানান, প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট ইতোমধ্যে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ নামক একটা জাত উদ্ভাবন করেছেন এবং বোরলগ ১০০ নামে আরেকটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত অবমুক্তির পর্যায়ে রয়েছে। সিমিট এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে পরীক্ষিত প্রায় ৫হাজার গমের জাত থেকে আরো কিছু ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত পাবার আশা করা হচ্ছে।

ড. আখতারুজ্জামান জানান, গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা না গেলেও প্রতিরোধক হিসেবে ভাল কীটনাশক উৎপাদক ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের ঞবনঁপড়হধুড়ষব ৫০%+ঞৎরভষড়ুীং◌ঃৎড়নরহ ২৫% কম্বিনেশনের ছত্রাশনাশক বেশ ভালভাবে কাজ করছে বলে গবেষকেরা নিশ্চিত করেছেন।

ওদিকে সিমিটের তত্বাবধানে ব্রাজিলের গম বিজ্ঞানী ড. মোরিশিও একটা মডেল দাঁড় করানোর নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী কিছু জাত উদ্ভাবনের দাবী করছে, সেসব জাতের বীজ আমদানীরও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ড. আখতারুজ্জামান আরো জানান, এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সহায়তায়।

গত বছরে উৎপাদিত বীজ থেকে বেসরকারিভাবে আরো ১০০ বিঘার অধিক জমিতে কৃষকরা বারি গম ৩৩ জাতের গম চাষ করেছেন।

ফলে আশা করা হচ্ছে বারি গম ৩৩ জাতের যে পরিমাণ বীজ এ বছরে মেহেরপুর জেলাতে উৎপাদিত হবে তাতে করে আগামী বছর মেহেরপুরের সর্বত্র গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধি বারি গম ৩৩ জাতটি ছড়িয়ে পড়বে। তাই গমে চাষের ব্যাপারে ২০১৬ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে যে অনীহা ও ভীতি ছিল সেটা আগামী বছর থেকে দূর হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত মোটরসাইকেল এখন বাজারে

বিশ্বে প্রথমবারের মতো উড়ন্ত মোটরসাইকেল আনছে আরব আমিরাত ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন কম্পানি ‘ইতিসালাত’। দুবাইয়ে চলমান ‘জিটেক্স টেকনোলোজি উইক’ এ মোটারসাইকেলটি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সোমবার ইতিসালাত টুইটারে তাদের অফিসিয়াল আইডিতে উড়ন্ত মোটরসাইকেলের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এ তথ্য জানিয়েছে।

চার সিলিন্ডার টারবাইন ইঞ্জিনের এ মোটরসাইকেলের নাম দেয়া হয়েছে ‘লাজারেথ এলএম৮৭৪’। এটি মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই সড়ক থেকে শূন্যতায় উঠে যেতে পারে।

মোটরসাইকেলটিতে দুই ধরণের মোড রয়েছে। একটি হচ্ছে, রাইডিং মোড। এই মোডে রেখে সড়কে চালানো যাবে। দ্বিতীয় মোড হচ্ছে, ফ্লাইং মোড। সড়ক থেকে ওড়ার জন্য এই মোড ব্যবহার করতে হবে।

লাজারেথ এলএম৮৭৪ মোটরসাইকেল সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোটরসাইকেল। এর চারটি চাকা রয়েছে। এতে ভি৮ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা ৪৭০ বিএইচপি শক্তি উৎপাদন করতে পারে। মোটরসাইকেলটির ওজন ১৪০ কেজি। ওড়ার সময় এটি ২৪০ কেটি পর্যন্ত বহন করতে পারে।

লাজারেথ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মোটরসাইকেলটির জন্য জিটেক্স টেকনোলোজি উইকে প্রিঅর্ডার নেয়া হচ্ছে। এর দাম ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

সূত্র: গালফ নিউজ

[redacted]

[redacted]

[redacted]:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সুস্থ, সাংস্কৃতিবান, আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য করি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্র শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেছেন বেশি।
অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী এই শ্রমী পুরুষের সাড়ে ছয় দশকের জীবনে যেমন সাফল্যের গৌরব আছে, তেমনি আছে ব্যর্থতার গ্লানি। সাফল্যের গৌরব প্রাণিত করলেও ব্যর্থতা তাকে পীড়িত বা বিপন্ন করে না। বরং ‘বিপন্ন বিস্ময়’ নিয়ে এগিয়ে যান আঁধার ছেঁড়া সংকল্পে নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে।
——- জেলা শিল্পকলা একাডেমির একটি প্রকাশনা থেকে।

জীবননগরে ৪ গুণীকে স্বারক সম্মাননা দিল প্রমিত বাংলা পরিষদ

জীবননগরে শিক্ষা বিস্তার, ক্রীড়াঙ্গন, সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় ৪ গুণী ব্যাক্তিদের প্রমিত বাংলা স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর প্রমিত বাংলা পরিষদ জীবননগর উপজেলা শাখার আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ স্বারক সম্মাননা প্রদান করা হয়।
প্রমিত বাংলা পরিষদের জীবননগর শাখার সভাপতি এম আর বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গুনীজনদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।
সম্মাননা পেলেন যারা, শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখায় শওকত আলী, বাংলা ভাষা গবেষনায় বিশেষ অবদান রাখায় ড.মনজুর রহমান, সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় সাংবাদিক কামাল সিদ্দিক বাবু এবং খেলাধুলায় বিশেষ অবদান রাখায় মোজাম্মেল হক।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী,

সাবেক শিক্ষক নজরুল ইসলাম, প্রমিত বাংলা পরিষদের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন মল্লিক, প্রমিত বাংলা পরিষদের জীবননগর শাখার সাধারন সম্পাদক শিক্ষক মোমিন উদ্দিন সহ আরো উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ওয়াহেদ বিশ্বাস, মুন্সী নাসির উদ্দিন প্রমুখ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন মুন্সী আবু সাইফ মুকু।